ঐতিহ্যগত ধারণায় বাংলায় নারী শিক্ষা সংক্রান্ত বিতর্ক

উনবিংশ শতকের সমাজ সংস্কার আন্দোলনের মূলমহিলা বা নারীকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হলেও তাদের মধ্যে শিক্ষার আলো জাগরণের যে চেষ্টা ঐতিহ্যবাদী পুরুষ সমাজ গড়ে তুলেছিলেন সে ক্ষেত্রে খুব একনিষ্ঠতা দেখা যায়নি।পুরুষতান্ত্রিক সমাজে স্বাভাবিকভাবেই পুরুষরা মনে করেছিলেন যে মেয়েদের শিক্ষা বা স্বাধীনতা কখনোই তাদের কর্তৃত্বকে প্রশ্ন করবেনা। তাই মেয়েদের যে আপনার নিজস্ব পছন্দ অপছন্দ আছে সে কথাটা তারা অস্বীকার করে গেছেন। এমনকি মহিলা সমাজের পক্ষ থেকে এর প্রতিবাদ কখনো বিশেষ শোনা যায়নি। ব্যতিক্রমী এখানে জ্ঞানদানন্দিনী দেবী সরলা দেবী কামিনী রায় বা মধুমতি গাঙ্গুলী রা।

অনেক বড় বড় সমাজ সংস্কারকের ঘরেও স্ত্রী-কন্যারা আনুষ্ঠানিক শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত ছিলেন।শাসক সম্প্রদায়কে অনুকরণ করার প্রবণতা থাকার ফলে ইংরেজি ভাষা শিক্ষা ইংরেজি আদব কায়দা শিক্ষা এটাই মহিলাদের প্রধান কর্তব্য হয়ে ওঠে ।এমন অনেক জাতীয় নেতা ছিলেন যাদের পরিবারের মেয়েরা মাতৃভাষা চেয়ে বিদেশি ইংরেজি ভাষাকে বেশি পছন্দ করেছেন এবং বাংলা জানেন না বলতে কোন আপত্তি ও তারা করতেন না।

বিদ্যাসাগর যখন মেয়েদের শিক্ষার জন্য আন্দোলন করেছেন তখন তিনি কিন্তু মেয়েদের মুক্তির জন্য মূল ভাবনা রেখেছেন। নারী চেতনাকে জাগ্রত করতে গেলে যে শিক্ষা অবশ্যম্ভাবী সেটাই তারা গড়ে তুলতে সচেষ্ট হয়েছেন।সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মেয়েদের স্বাধীনতা, মেয়েদের শিক্ষার সমর্থক ছিলেন। তাই জ্ঞানদানন্দিনী দেবী কে তিনি ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত করেন এবং বিলেতে নিয়ে যান।তবে কলকাতার ব্রাহ্মসমাজের মেয়েদের চেয়ে কিন্তু পূর্ববঙ্গের মহিলারা যথেষ্ট বেশি অগ্রসর ছিলেন। বরিশাল ,ঢাকা অঞ্চলের মহিলারা প্রকাশ্যে সামাজিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে শুরু করেন।মহিলারা সংকট কাটিয়ে সামাজিক কাজে এগিয়ে আসতে থাকেন।

তবে শিক্ষার অধিকার যখন মেয়েরা পেতে শুরু করল তখন মূল সমস্যা বাধলো এখানেই যে মেয়েরা লেখাপড়া শিখছে শিখুক, কিন্তু তারা যেন তাদের গণ্ডি কে ছেড়ে বেরিয়ে না যায়। পুরুষের কর্তৃত্বকে প্রশ্ন করতে পারে এমন লেখাপড়া মেয়েরা করুক তা কখনোই পুরুষের কাম্য ছিল না।

ব্রাহ্মধর্মের আন্দোলনের মধ্যেই উনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে সামাজিক কুসংস্কার গুলিকে থেকে উপড়ে ফেলা হলেও মেয়েদের আশানুরূপ উন্নতি কিন্তু ব্রাহ্মসমাজ আন্দোলন করতে পারেনি।

সে যুগের নারী পুরুষ উভয়ের একটা ধারণা বদ্ধমূল ছিল, শিক্ষায় পারে একজন মেয়েকে যোগ্য হিসেবে গড়ে তুলতে। মা শিক্ষিত হলে তার সন্তানও শিক্ষিত হবেন।তাই মেয়েদের শিক্ষা তা নিজের জন্য নয়, সে যোগ্য স্ত্রী হবে এবং উপযুক্ত মা হবে,শিক্ষা তার এ জন্যই।মা যদি শিক্ষিত লোক হন তার সন্তান কুসংস্কার মুক্ত হবে ,মানুষ হবে। মেয়েরা শিক্ষিত হলে পরিবারকে ধরে রাখতে পারবেন ,সংসারের কাজ তারা সুন্দরভাবে গুছিয়ে করতে পারবেন। মেয়েরা শিক্ষিত হোক কিন্তু সেই শিক্ষা যেন তাকে রমণীয় করে তোলে।এই ভাবনার বশবর্তী হয়ে উনবিংশ শতকের শিক্ষিত সমাজ মহিলাদের শিক্ষার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারেননি।

কেশবচন্দ্র সেনও অত্যন্ত প্রগতিশীল হয়েও পুরুষ ও মেয়েরা একইরকম লেখাপড়া করবে এটা মানতে পারেননি। তাই ব্রাহ্ম বিবাহ বিধি তৈরি করেও তিনি একটা নির্দিষ্ট বয়সের আগে ছেলে বা মেয়েকে বিয়ে করা উচিত নয় এরকম নিয়ম তৈরি করেও, নিজের মেয়ের বিয়ের ক্ষেত্রে সঠিক নিয়মে তিনি অনায়াসে ভাঙলেন। সমাজ স্বীকৃত বিধবা বিবাহ ,বিবাহ বিচ্ছেদ হলেও ,সেটা রক্ষণশীল সমাজ কিন্তু মানতে পারেনি।

জাতীয়তাবাদ উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গেই ভদ্র শিক্ষিত আধুনিকতা এবং পশ্চিমে মনোভাব সম্পন্ন মানুষ আধুনিকতা এবং পশ্চিমে মনোভাবকে অন্যরকম ভাবে

দেখতে শুরু করলেন। তাদের মতে ,আধুনিকতা, স্ত্রীশিক্ষা ,স্বাধীনতা- সবই পশ্চিমী প্রভাবে ফল ।অতএব আমাদের ঐতিহ্য বিরোধী। স্ত্রীশিক্ষা অন্তঃপুরে রুদ্ধ হওয়া বাঞ্ছনীয়। জাতীয়তাবাদ যে আদৌ আধুনিকতা বিরোধী নয় সে বিষয়ে জাতীয়তাবাদী নেতারা কখনোই সন্দিহান ছিলেন না।

তাহলে বোঝা যাচ্ছে, বিংশ শতকে পুরুষশাসিত সমাজ মহিলাদেরকে ততটা শিক্ষায় শিক্ষিত করতে চেয়ে ছিলেন যতটা কিনা তার পরিবার পালনের জন্য প্রয়োজন স্বনির্ভরতা ধারণা সেসময় কিন্তু মহিলা শিক্ষার ক্ষেত্রে তখনও গড়ে ওঠেনি।